



49985 - ফরয রযোযার কাযা পালনকালে রযোযা ভঙ্গে ফলোর হুকুম

প্রশ্ন

ফরয রযোযার কাযা পালনকালে রযোযা ভঙ্গে ফলোর হুকুম?

প্রযি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যে ব্যক্তি কোনে ফরয রযোযা পালন করা শুরু করছে যমেন রমযানরে কাযা রযোযা কথিবা শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারার রযোযা তার জন্য কোনে ওজর ছাড়া (যমেন- রোগ ও সফর) উক্ত রযোযা ভঙ্গে ফলো জায়যে নয়।

যদি কটে ওজররে কারণে কথিবা ওজর ছাড়া রযোযা ভঙ্গে ফলে তাহলে তার উপর ঐ দিনরে বদলে অন্য একদিনে রযোযা কাযা পালন করা ফরয। তাকে কোনে কাফ্ফারা দতি হবো না। কেনো কাফ্ফারা ফরয হয় শুধুমাত্র রমযান মাসরে দিনরে বলোয় সহবাস করার কারণে।

যদি সে ব্যক্তি কোনে ওজর ছাড়া রযোযা ভঙ্গে ফলে তাহলে তার উপর এ গুনাহর কাজ থেকে তওবা করা আবশ্যিক।

ইবনে কুদামা (৪/৪১২) বলনে:

যে ব্যক্তি কোনে ফরয রযোযা শুরু করছে যমেন- রমযানরে কাযা রযোযা বা মানতরে রযোযা বা কাফ্ফারার রযোযা তার জন্য এর থেকে বরোযি যাওয়া জায়যে নয়। আলহামদু ললিলাহ; এ ব্যাপারে কোনে মতভদে নই।[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৬/৩৮৩) বলনে:

কটে যদি রমযান ব্যতি অন্য কোনে রযোযা পালনকালে সহবাসে লপ্ত হয়; যমেন- রমযানরে কাযা রযোযা বা মানতরে রযোযা কথিবা অন্য কোনে রযোযা সক্ষেত্রে কাফ্ফারা দতি হবো না। এটি সংখ্যা গরষিঠ আলমেরে অভমিত। কাতাদা বলনে: রমযানরে কাযা রযোযা নষ্ট করার কারণে তার উপর কাফ্ফারা আবশ্যিক হবো।[সমাপ্ত]

[দখুন: আল-মুগনি (৪/৩৭৮)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে একবার জিজ্ঞেসে করা হয়:



"একবার আমি রমযানরে কাযা রোযা পালন করছলাম। জোহররে পরে আমার ক্শুধা লগে গলে বধিয় আমি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে ফলেলাম; ভুলে নয়, অজ্ঞেতাবশতঃ নয়। আমার এ কর্মরে হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন:

আপনার কর্তব্য ছিল রোযা পূর্ণ করা। ফরয রোযা (যমেন- রমযানরে কাযা রোযা, মানতরে রোযা) ভঙেগে ফলো জায়যে নই। এখন আপনার কর্তব্য হচ্ছ-আপনি যা করছেন এর থেকে তওবা করা। য়ে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৫/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) জজ্ঞেসাে করা হয় (২০/৪৫১):

"ইতপূর্বরে বছরগুলতে আমি কাযা রোযা আদায়কালে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙেগে ফলেছি। পরবর্তীতে ঐ দিনরে বদলে অন্য একদিন রোযা রেখেছি। আমি জানি না এভাবে একদিন রোযা রাখার মাধ্যমে কাযা পালন হয়ছে; নাকি আমাকে লাগাতার দুইমাস রোযা রাখতে হবে? আমার উপরে কি কাফ্ফারা আবশ্যক? দয়া করে জানাবনে।

জবাবে তিনি বলেন:

কোন মানুষ যদি ফরয রোযা রাখা শুরু করেছ যমেন রমযানরে কাযা রোযা, শপথ ভঙেগে কাফ্ফারার রোযা, হজ্জরে মধ্যযে ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার আগে মাথা মুণ্ডন করে ফলোর ফদিয়াস্বরূপ কাফ্ফারার রোযা ইত্যাদি; তার জন্য কোন শরযা ওজর ছাড়া রোযা ভঙেগে ফলো জায়যে নয়। তমেনভাবে কটে যদি কোন ফরয আমল শুরু করে তাহলে সে আমল শেষে করা তার উপর আবশ্যক। আমলটি কর্তন করাকে বধেকারী কোন শরযা ওজর ছাড়া সে আমল ছেড়ে দয়ো জায়যে নয়। এই নারী যিনি কাযা রোযা পালন করা শুরু করেছিলেন, এরপর কোন ওজর ছাড়া রোযাটি ভঙেগে ফলেছেন এবং অন্যদিন রোযাটির কাযা পালন করেছেন তার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। কেননা কাযা শুধু একদিনরে বদলে একদিন হয়ে থাকে। কিন্তু, তার কর্তব্য হচ্ছ-বনি ওজরে ফরয রোযা ভঙেগে করার কারণে তওবা করা এবং আল্লাহর কাছে ক্শমা প্রার্থনা করা।"[সমাপ্ত]